ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

এপ্রিল –জুন ২০২০

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ৬ জুলাই ২০২০

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকারের চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে *অধিকার* ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ..৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২০ ....৭

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাপক হস্তক্ষেপ এবং নিপীড়ন...৮

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ....৮

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১২

কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি...১৫

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড...১৫

গুম..১৬

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ ১৯

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৩

ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ২৪

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা...২৬

মৃত্যুদণ্ড..২৭

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান..২৭

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন...২৭

ব্যাপক দুর্নীতি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ২৮

শ্রমিকদের অধিকার ৩১

তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকদের অবস্থা ৩১

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের ঘোষণা..৩৬

অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সেক্টরের শ্রমিক...৩৭

অভিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের লিবিয়ায় গুলি করে হত্যা এবং মানবপাচার ৩৮

নারীর প্রতি সহিংসতা ৩৯

ধর্ষণ ৩৯

যৌন হয়রানি ৪০

যৌতুক সহিংসতা...৪১

এসিড সহিংসতা..৪২

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৪২

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন ৪২

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার..৪৩

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা...৪৫

সুপারিশসমূহ ৪৬

সারসংক্ষেপ

১. ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময়কালে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই প্রতিবেদনটিতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. এই সময়ে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করায় এবং ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, লেখক, ব্লগার বিরোধীদলের নেতাকর্মী, শিক্ষক, কার্টুনিস্ট, সাংবাদিক, আইনজীবী এমনকি শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' এ মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩. কোভিড-১৯কে কেন্দ্র করে কার্যকর তথ্য এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্তের অভাবে স্বাস্থ্য অধিকার, সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের মত বিয়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতেও নাগরিকরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছেন। এই সময় রোহিঙ্গা শরনার্থীরাও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস এই সময়ে বাংলাদেশে ব্যাপক আকার ধারন করে এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৈন্যদশা প্রকট হয়ে ওঠে। সরকারী হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩০ জুন পর্যন্ত ১৪৫,৪৮৩ ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ১৮৪৭ জন মারা গেছেন।[১] বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশী । শুরু থেকেই সরকারীভাবে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। কিন্তু গত ২৮ জুন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের এক পরিপত্রে জানানো হয়েছে যে, সরকার করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য ২০০ টাকা ফি নির্ধারণ করেছে। আর বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করলে ফি দিতে হবে ৫০০ টাকা।[২] ফি এর কারণে অনেকেই পরীক্ষা করাতে সমর্থ হবেন না বলে করোনা সংক্রমনের ঝুঁকি আরো বাড়বে।

৫. এই মহামারীর সময় দুর্নীতির ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় উচ্চ পদস্থ ডাক্তারদের বদলি এবং অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) করা হয়েছে। এছাড়া অবৈধভাবে বিদেশে টাকা পাচারকারী ব্যক্তিদের সরকারী সহযোগিতায় বিদেশে পালিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে।

---

[১] মানবজমিন, ১ জুলাই ২০২০ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233470&cat=2/

[২] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৯ জুন ২০২০; https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1775081.bdnews

৬. মহামারীর পরিস্থিতির মধ্যেও গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা যা এই মহামারী পরিস্থিতিতে আরো বেশী অকার্যকর হয়েছে, এর কারণে সাধারণ মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে বা শত্রুতামূলকভাবে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করার মত ঘটনা ঘটছে।

৭. এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে সারাদেশে কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি ছিল। অতিরিক্ত বন্দি এবং সঠিক সেনিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে বেশ কয়েকজন বন্দি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১০ মে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কারাগারে কমপক্ষে ২৩ জন কারারক্ষী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া ৬৪ জন কারারক্ষী ও ২৪৯ জন বন্দির শরীরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় এবং কোভিড-১৯ রোগীর সংস্পর্শে আসায় তাঁদের পৃথক করা হয়েছে।[৩] ফলে বাকি বন্দিরা এই সংক্রমনের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সরকার লঘুদণ্ডে দণ্ডিত ২,৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।[৪] মোট বন্দির তুলনায় এই সংখ্যা খুবই নগণ্য। অপরদিকে কারাগারগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসকের ব্যাপক সঙ্কট থাকার কারণে অধিকাংশ বন্দি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৮. এই মহামারীর মধ্যেও সারাদেশে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হামলায় সাধারণ নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন এবং আভ্যন্তরিণ কোন্দলের কারণে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটেছে। এইসব সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।[৫] এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করোনা মহামারীতে বিধ্বস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্ধকৃত ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এই ত্রাণকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের অনেকগুলো ঘটনাও ঘটেছে।

৯. গত তিনমাসে অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ ও যৌতুকের জন্য নারীদের ওপর নিপীড়ন ও হত্যা অব্যাহত থেকেছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে।

১০. এই তিন মাসে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে পোশাক শিল্প, চিনি শিল্প, জুট মিল এবং চা বাগানের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে বিজিএমইএ। ন্যায়সংগত দাবি আদায়ে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের সঙ্গে কারখানার মালিকপক্ষের দুর্বৃত্তরাও হামলা করেছে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকরা করোনো ভাইরাসের এই মহামারীর সময়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সরকার সারাদেশে ব্যাপক ত্রাণ বিতরণ করেছেন বলে জানালেও বহু শ্রমিক সেই ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

---

[৩] ডেইলি স্টার, ১১ মে ২০২০; https://www.thedailystar.net/coronavirus-live-update-23-prison-guards-2-inmates-test-covid-19-positive-1901596

[৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city/2020/05/10/528792

[৫] নয়াদিগন্ত, ২২ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497245/

১১. গত তিনমাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন করেছে এবং অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এই সময়ে বিএসএফ'র এক সদস্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কৃষিকাজে নিয়োজিত একজন এসএসসি পরিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

১২. কোভিড-১৯ এর মহামারীতে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা শরনার্থীরা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সূত্রমতে গত ২৮ জুন পর্যন্ত মোট ৫০ জন রোহিঙ্গা শরনার্থী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত্র হয়েছেন। এরমধ্যে মারা গেছেন ৫ জন। এদিকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজের আদেশ প্রতিপালনের সময়সীমা শেষ হওয়ার এক মাস আগে ২০২০ সালের ৮ এপ্রিল মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে জাতিসংঘের গণহত্যা সনদ মেনে চলা এবং রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সব সহিংসতার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এক নির্দেশনা জারি করা হয়। তবে আইসিসি এবং আইসিজেতে তদন্ত চলাকালে এবং মিয়ামারের প্রেসিডেন্টের আদেশের পরেও রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা অব্যাহত আছে এবং তাঁরা দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন। তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে দুটি ট্রলারে সাগরে ভাসতে থাকা পাঁচ শতাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে ২৮০ জনকে উদ্ধার করে গত ৭ মে নোয়খালীর হাতিয়ার ভাসানচরে পাঠানো হয়েছে। গত ২৬ মে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) মিয়ামারের রাখাইন রাজ্যের নতুন কিছু স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে গত **১৬** মে রাখাইনের লেত কার গ্রামে তীব্র আগুন জ্বলছে এবং সেখানে প্রায় দুইশো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

১৩. *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে শুরু হওয়া সরকারের নিপীড়ন এখনও অব্যাহত আছে। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। এছাড়াও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ছয় বছরের বেশি সময় ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্থগিত করে রেখে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে ক্রমাগত বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০২০

১-৩০ জুন ২০২০*										
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		২১	২৪	২৮	১২	২৭	২৮	১৪০
	নির্যাতনে মৃত্যু		১	২	৩	২	২	১	১১
	গুলিতে নিহত		১	০	৫	০	০	০	৬
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	১	০	০	০	১
	মোট		২৩	২৬	৩৭	১৪	২৯	২৯	১৫৮
গুম			৪	৩	২	১	০	৩	১৩
কারাগারে মৃত্যু			৪	৬	৭	২	৫	৯	৩৩
মৃত্যুদণ্ড	সাজা প্রদান		৩৩	২৮	১৮	০	০	০	৭৯
	কার্যকর		০	০	০	১	০	০	১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		১৩	৩	০	২	১	৬	২৫
	বাংলাদেশী আহত		৪	২	০	৭	০	৪	১৭
	বাংলাদেশী অপহৃত		১	০	২	০	০	০	৩
	মোট		১৮	৫	২	৯	১	১০	৪৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১	৬	৬	২১	৫	১	৪০
	লাঞ্ছিত		৩	৫	১	২	৫	২	১৮
	আক্রমণ		০	২	০	৫	০	৫	১২
	হুমকির সম্মুখীন		০	০	৪	৩	১	০	৮
	মোট		৪	১৩	১১	৩১	১১	৮	৭৮
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত		০	৫	৬	৬	৭	৭	৩১
	আহত		২০৯	১৩২	১৪৬	১৭৩	২৪৭	১২৯	১০৩৬
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৬	৮	১২	৮	১০	১৯	৭৩
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)		৬৬	৭৪	৫৯	৫২	৪৩	৬৯	৩৬৩
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী		২৬	৩৫	২৮	২৯	৪০	৪১	১৯৯
	বয়স জানা যায়নি		০	১	০	০	৫	২	৮
	মোট		৯২	১১০	৮৭	৮১	৮৮	১১২	৫৭০
যৌন হয়রানীর শিকার			১১	১৫	১৩	৮	১২	১২	৭১
এসিড সহিংসতা			০	৩	১	০	৩	৫	১২
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৬	২	৪	৩	১	৬	২২
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	২	০	০	২
		আহত	৪	১০	০	৪২	৬৩	০	১১৯
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক (ইনফরমাল সেক্টর)	নিহত	৫	৬	৭	৪	৪	৯	৩৫
		আহত	১১	১	১৭	১	৪০	৭	৭৭
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার			৫	৪	৫	৩৭	২৭	১৮	৯৬

* পরবর্তীতে তথ্য পাওয়ার পর কিছু পরিসংখ্যান আপডেট করা হয়েছে।

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় ব্যাপক হস্তক্ষেপ এবং নিপীড়ন

১. ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে কোভিড-১৯ মহামারীতে অবাধ তথ্যপ্রবাহ রোধে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন নিপীড়ন চালিয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ থাকায় বিভিন্ন ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলেও তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকেও সরকার ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসে। সরকারের সমালোচনা করায় বাংলাদেশে বেশ কিছু ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[৬] কোভিড-১৯ মহামারীতে সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা ও ত্রুটি নিয়ে মতপ্রকাশ করার কারণে, গুজব সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমলা, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার শতাধিক ব্যক্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে সরকার। তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সরকারের উচ্চ মহল থেকে জানানো হয়েছে।[৭] এই সময়ে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে চিকিৎসক ও নার্সসহ সরকারী চাকরিজীবীদের মতপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ জারি করে। গত ২ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) শিক্ষক, চিকিৎসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গণমাধ্যমে বক্তব্য না দেয়া এবং টেলিভিশনের টকশোতে অংশগ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ট্যাটাস/শেয়ার প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এবিএম আব্দুল হান্নান।[৮] গত ৭ মে সরকার পরিপত্র জারি করে সরকারি চাকরিজীবীদের সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমন কোনো পোস্ট, ছবি, অডিও বা ভিডিও আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পরিপত্রে বলা হয়েছে, এই আদেশ লঙ্ঘন করলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৯] গত ১৫ এপ্রিল সরকার সকল সরকারি নার্সদের পূর্ব অনুমতি ব্যতিত গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলা থেকে বিরত থাকার এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিয়ে কথা না বলার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে।[১০] মতপ্রকাশের ওপর এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সরকার কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়গুলো ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে। উপরন্ত মহামারী সর্ম্পকে সরকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায় এবং 'পরিস্থিতির উন্নয়ন' হচ্ছে বলে ভুল ধারণা দেয়ায় গণপরিবহন এবং বাজারগুলোতে অব্যাহতভাবে জনসমাগম ঘটে।

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

২. কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক ত্রুটি ও ত্রাণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম নিয়ে এবং সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতার

---

[৬] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ৭ মে ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/05/07/bangladesh-mass-arrests-over-cartoons-posts

[৭] ইত্তেফাক, ৫ মে ২০২০; https://www.ittefaq.com.bd/national/150718

[৮] মানবজমিন, ৩ মে ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=224978&cat=1

[৯] ইত্তেফাক, ৭ মে ২০২০; https://www.ittefaq.com.bd/national/150151

[১০] প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1651469

সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পর্যালোচনা, সমালোচনা ও কার্টুন প্রকাশ করার কারণে করোনা-দুর্গতদের সহযোগিতা দিতে স্বেচ্ছাসেবায় নিয়োজিত কর্মী, কার্টুনিস্ট, লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী ও শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের অনেককে সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিরা তাঁদের বাসা থেকে তুলে নিলেও তাঁদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা প্রথমে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে তাঁদের থানায় হাজির করে তাঁদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এছাড়া ত্রাণ আত্মসাৎ ও বিতরণের অনিয়ম নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা এই মামলা দায়ের করেছে বলে জানা গেছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অব্যবস্থাপনার সমালোচনা করায় পত্রিকার সম্পাদকসহ সাংবাদিক, লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে গত ৩০ জুন এক বিবৃতি দিয়েছে সম্পাদক পরিষদ। পরিষদ অবাধ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ বিনষ্ট ও গণমাধ্যমের কর্মীদের ওপর পুলিশের ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।[১১]

৩. স্বাধীনভাবে তথ্য ও মতপ্রকাশ করা বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের করার জন্য নাগরিকরা হয়রানীমূলকভাবে গ্রেফতার হয়ে জনাকীর্ণ করাগারে আটক থাকছেন, যেখানে চিকিৎসা সুবিধা নেই বললেই চলে।

৪. **এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের ব্যক্তি বা নেতাদের সমালোচনা করার কারণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৮২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৫. রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার দর্শণাপাড়া ইউনিয়নে প্রকৃত অসহায় লোকজন ত্রাণ না পাওয়ায় তার প্রতিবাদ করে ফেসবুকে পোস্ট দেয় বোরহানুল ইসলাম মিলন (১৫) নামে এক কিশোর। এই কারণে গত ১৮ এপ্রিল বোরহানুল ইসলাম মিলনকে দর্শণাপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও একই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুল রাজ ইউনিয়ন পরিষদে ডেকে নিয়ে ইউপি সদস্য হাসান আলীর সঙ্গে মিলে তাকে মারধর করে। এতে গুরুতর আহত হয় মিলন। এরপর চেয়ারম্যান মিলনকে ধরে নিয়ে কর্ণহার থানায় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। মিলনের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করতে থানায় গেলে তার বড় ভাই বাবু মুন্নাকেও পুলিশ আটক করে। এই দিন সন্ধ্যায় দুইভাইসহ তিনজনের বিরুদ্ধে কর্ণহার থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে ইউপি সদস্য হাসান আলী। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ আওয়ামী লীগ নেতা তাঁর পছন্দের লোকজনকে একাধিকবার খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে তিনি কোন সরকারি ত্রাণ দেননি। মিলন ও বাবু মুন্নাকে গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে থানা ঘেরাও করে কামরুল রাজের শাস্তি দাবি করে।[১২]

---

[১১] মানবজমিন, ১ জুলাই ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233472&cat=2/

[১২] নয়াদিগন্ত, ২০ এপ্রিল ২০২০, https://www.dailynayadiganta.com/city/496802; যুগান্তর, ২০ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/299806; অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৬. নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালে চুরির অপবাদে মান্নান (৪০) নামে এক যুবককে পুলিশ গত ২৯ এপ্রিল পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে স্থানীয় দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ পত্রিকার অনলাইন সংস্করনে এবং নরসিংদী প্রতিদিন নামের একটি অনলাইনে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রতিবেদন তৈরি করার সময় পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা না বলেই তাঁর বরাত দিয়ে ভুল বক্তব্য প্রকাশ করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করার অভিযোগে ঘোড়াশাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জহিরুল ইসলাম স্থানীয় দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক রমজান আলী প্রামাণিক, স্টাফ রিপোর্টার শান্ত বণিক ও অনলাইন পোর্টাল নরসিংদী প্রতিদিনের প্রকাশক ও সম্পাদক খন্দকার শাহীনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পলাশ থানায় মামলা দায়ের করে। গত ১ মে এই তিন সাংবাদিককে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৩]

স্থানীয় দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক রমজান আলী প্রামাণিক, স্টাফ রিপোর্টার শান্ত বণিক ও অনলাইন পোর্টাল নরসিংদী প্রতিদিনের প্রকাশক ও সম্পাদক শাওন খন্দকার শাহিন। ছবিঃ মানবজমিন ১ মে ২০২০

৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে মন্তব্য করার অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আলী আজম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপি নেতা ও আইনজীবী আলী আজম চৌধুরীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করলে গত ৬ এপ্রিল পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।[১৪]

৮. গত ৪ মে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে লেখক মোস্তাক আহমেদ, কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর এবং ৫ মে রাষ্ট্রচিন্তা নামে একটি সংগঠনের অন্যতম সংগঠক দিদার ভুঁইয়া ও ঢাকা স্টক একচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডার পরিচালক মিনহাজ মান্নানকে সাদা পোশাকে র‌্যাব-৩ এর সদস্য পরিচয় দিয়ে একদল ব্যক্তি তাঁদের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। দিদারকে আটক করার পর সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে র‌্যাব-৩ এর এএসপি জাফরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এই নামে কাউকে র‌্যাব-৩ এ আনা হয়নি এবং এই ধরনের কোনো অভিযানের তথ্য র‌্যাব-৩ এর কাছে নেই। মোস্তাকের বিষয়ে র‌্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখায় যোগাযোগ করা হলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।[১৫] আটককৃতদের র‌্যাব রমনা থানায় হস্তান্তর করে এবং গত ৫ মে র‌্যাব এবং সরকার বিরোধী ফেসবুকে পোস্ট, করোনা ভাইরাস নিয়ে তথ্য দেয়া এবং বিভিন্ন নেতার কার্টুন প্রকাশের অভিযোগে ১১ জনের

[১৩] প্রথম আলো, ১ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654141
[১৪] প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649302
[১৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৬ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city-news/2020/05/06/527553

বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। মামলায় প্রবাসী সাংবাদিক তাসনিম খলিলকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।[১৬]

৯. মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় মাহমুদা আক্তার পলি নামে এক তরুণী তাঁর ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে পোস্ট দিলে গত ৪ জুন আওয়ামী লীগ কর্মী রানা আহমেদ শান্ত তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাটুরিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। গত ৫ জুন পুলিশ মাহমুদা আক্তার পলিকে গ্রেফতার করে।[১৭]

১০. আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিমকে নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করার অভিযোগে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সিরাজাম মুনিরার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তুষার কিবরিয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তাজহাট থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গত ১৩ জুন গভীর রাতে পুলিশ সিরাজাম মুনিরাকে গ্রেফতার করে।[১৮]

সিরাজাম মুনিরা। ছবিঃ মানবজমিন, ১৭ জুন ২০২০

১১. স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সময়ে স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক কাজী জাহিদুর রহমান ফেসবুকে কয়েকটি লেখা পোস্ট করেন। এরপর আওয়ামীপন্থী শিক্ষক ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর শাস্তি দাবি করলে গত ১৭ জুন নগরীর সাগড়পাড়ার বাসিন্দা এডভোকেট তাপস কুমার সাহা বাদি হয়ে জাহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মতিহার থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সেই দিন রাতে জাহিদুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[১৯]

[১৬] মানবজমিন, ৭ মে ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=225446&cat=1
[১৭] নয়াদিগন্ত, ৫ জুন ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/506095/
[১৮] মানবজমিন, ১৭ জুন ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=231162&cat=9
[১৯] প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1663466

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী জাহিদুর রহমান। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০২০

১২. ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ি পাড়াগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ ইমন গত ১৯ জুন তাঁর ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ২০ জুন হবিরবাড়ি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হানিফ মোহাম্মদ নিপুণ তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ভালুকা থানায় মামলা দায়ের করে। এই দিনই রাত আনুমানিক ১০ টায় ইমনকে তার বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[২০]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

১৩. কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে এই তিন মাসে সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকার চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার বাধাগ্রস্ত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানা গেছে। ২২ জুন পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে করোনার উপসর্গ নিয়ে ৭ জন গণমাধ্যমকর্মী মারা গেছেন এবং ৪১৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন।[২১] সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে।

১৪. মহামারীর এই দুঃসময়ে বেশ কয়েকটি ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের ছাঁটাই করেছে এবং বেতন-ভাতা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেছে। এর প্রতিবাদে গত ২৫ মে ঈদের দিন সাংবাদিকরা ঢাকার সার্ক ফোয়ারার সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।[২২] গত তিন মাসে সংবাদ প্রকাশ করার জেরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার

[২০] দি ডেইলি স্টার, ২২ জুন ২০২০; https://www.thedailystar.net/bangla/শীর্ষ-খবর/ডিজিটাল-নিরাপত্তা-আইনের-সংশোধনাগারে-নবম-শ্রেণির-ছাত্র-158129

[২১] নিউএজ পত্রিকা থেকে সংগৃহিত তথ্য ২২ জুন ২০২০

[২২] বাংলা ট্রিবিউন, ২৫ মে ২০২০; https://www.banglatribune.com/others/news/625269

সদস্যরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে, যার বিবরণ প্রতিবেদনের 'নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' কলামে দেয়া হয়েছে। এই দমনমূলক পরিস্থিতিতে যেসব সাংবাদিক এবং রিপোর্টার সাহস করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁদের ওপরই হামলা হয়েছে বা বানোয়াট মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

১৫. এই সময়ে ত্রাণ আত্মসাতের ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে বা এই ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ করার কারণে সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের হাতে এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক সাংবাদিকরা হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। হামলার শিকার সাংবাদিক সজল ভূঁইয়ার একটি চোখ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় খবর সংগ্রহকারী সাংবাদিক এবিএম মিজানুর রহমানকে হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত করা হয়েছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে গত ৭ মে সম্পাদক পরিষদ[২৩] এক বিবৃতিতে বলে, এই ধরনের ঘটনা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে হুমকি।[২৪] গত ২৬ মে জেনেভাস্থ জাতিসংঘের একদল মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়ন বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই ধরনের নিপীড়ন গণমাধ্যমকর্মী, তাঁদের পরিবার এবং সার্বিকভাবে পুরো সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।[২৫]

ছাঁটাই বন্ধ করে বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে ঈদের দিনেও প্রতীকী সমাবেশ করেছেন সাংবাদিকরা। বাংলা ট্রিবিউন, ২৫ মে ২০২০

১৬. ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২৭ জন সাংবাদিক আহত, ৯ জন লাঞ্ছিত, ১০ জন আক্রমণের শিকার, ৪ জন হুমকির সম্মুখীন, ২ জন গ্রেফতার ও ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

---

[২৩] দেশের শীর্ষ দৈনিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের সংগঠন

[২৪] যুগান্তর, ৮ মে ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/305128

[২৫] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25905&LangID=E

১৭. হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের সংবাদ প্রকাশ করায় দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের নবীগঞ্জ প্রতিনিধি শাহ সুলতান আহমেদকে গত ১ এপ্রিল আউশকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মুহিবুর রহমান হারুনের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত হামলা করে তাঁকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এই সময়ে সুলতানকে রক্ষা করতে যেয়ে দৈনিক আমার সংবাদের নবীগঞ্জ প্রতিনিধি মুজিবর রহমান ও এসএ টিভির নবীগঞ্জ প্রতিনিধি বুলবুল আহমেদ আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় সুলতানকে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয়রা জানান, সরকারি ত্রাণ হিসেবে প্রত্যেককে ১০ কেজি চাল দেয়ার কথা থাকলেও চেয়ারম্যান ও ক্ষমতাসীনদলের নেতা মুহিবুর রহমান হারুন চাল দিয়েছে ৫ কেজি।[২৬]

দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের নবীগঞ্জ প্রতিনিধি শাহ সুলতান আহমেদ। ছবিঃ ইত্তেফাক, ২ এপ্রিল ২০২০

১৮. গত ১৬ এপ্রিল বাংলাদেশ প্রতিদিনের রিপোর্টার তুহিন হাওলাদার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় ঢাকার টিকাটুলি এলাকায় ওয়ারী থানার এসআই মাহবুবুর রহমানসহ একজন পুলিশ সদস্য তাঁর পথরোধ করে এবং কোভিড পরিস্থিতিতে ঘর থেকে কেন বের হয়েছেন এই কারণে মারধর করে। গুরুতর আহতবস্থায় তুহিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৭]

১৯. গত ২৩ এপ্রিল এসএ টিভির নরসিংদী প্রতিনিধি সজল ভূঁইয়া ও এশিয়ান টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাতেন বিপ্লব নরসিংদী জেলার রায়পুরার আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা নাসির উদ্দিন খানের বিরুদ্ধে খোলাবাজারে (ওএমএস) চাল বিক্রির বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে যান। অভিযোগের বিষয়ে নাসির উদ্দিন খানের বক্তব্য নেয়ার জন্য মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সাংবাদিকদের তিনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে যেতে বলেন। তাঁরা সেখানে গেলে নাসির উদ্দিন খানের বিরুদ্ধে করা পূর্বের কয়েকটি প্রতিবেদনের জন্য তাঁর নির্দেশে সজল ভূঁইয়ার ওপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহতবস্থায় সজল ভূঁইয়াকে প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা

[২৬] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/295058
[২৭] নয়াদিগন্ত, ১৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/496163

হয়।[২৮] পরবর্তীতে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর বাম চোখ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[২৯]

আহত সাংবাদিক সজল ভূঁইয়া। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ এপ্রিল ২০২০

২০. গত ২৪ মে পটুয়াখালী জেলার বাউফল পৌরসভায় মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ জিয়াউল হকের অনুসারী ও তাঁর প্রতিপক্ষ গ্রুপের মধ্যে একটি তোরণ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হলে তাপস কুমার দাস নামে এক যুবলীগ কর্মী নিহত হন। সংঘর্ষ চলাকালে প্রথম আলোর বাউফল প্রতিনিধি এবিএম মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন। মিজানুর রহমানের পাঠানো সেই প্রতিবেদন প্রথম আলোতে অনলাইন সংস্করণে ছাপা হয়। গত ২৫ মে তাপস কুমার দাসের ভাই পঙ্কজ কুমার দাস বাদি হয়ে ৩৫ জনকে আসামি করে বাউফল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় মিজানুর রহমানকেও আসামি করা হয়েছে।[৩০]

কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২১. কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির মধ্যেও এই তিন মাসে দেশব্যাপী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[৩১] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[৩২] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। অভিযোগ রয়েছে যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এই মৃত্যুগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' হিসেবে অভিহিত করে এই হত্যাকাণ্ডগুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। *অধিকার* মনে করে গণতান্ত্রিক সরকার না থাকায় রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে এবং

---

[২৮] প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652831

[২৯] প্রথম আলো, ২৩ মে ২০২০

[৩০] প্রথম আলো ২৯ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/opinion/article/1659310, প্রথম আলো ২৯ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/opinion/article/1659365; অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩১] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৩২] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রহিয়াছে। এই অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হইবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার জন্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি প্রবলভাবে বিরাজমান।

২২. **এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়ে ৭২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এঁদের মধ্যে ৪১ জন পুলিশ, ০১জন গোয়েন্দা পুলিশ, ২৫ জন র‍্যাব ও ০৫ জন বিজিবির হাতে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৭২ জনের মধ্যে ৬৭ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ৫ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। উল্লেখিত ৭২ জনের মধ্যে ১৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।**

২৩. গত ১২ মে কক্সবাজার জেলার চকরিয়ায় চম্পা বেগম নামে এক তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার প্রধান আসামী অটোরিক্সাচালক সাজ্জাদ হোসেন (৪০) পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। উল্লেখ্য, গত ১১ মে স্থানীয় লোকজন সাজ্জাদকে নিজ এলাকা শেখেরশিল থেকে আটক করে পুলিশে সোর্পদ করে।[৩৩]

২৪. গত ১৭ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুরে মাহবুব হাসান বাবু নামে এক ব্যক্তিকে পূর্ববিরোধের জের ধরে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এরপর পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত ৪ জনকে আটক করে। আটককৃতদের মধ্যে একজন এই হত্যা মামলার প্রধান আসামী মোহাম্মদ সুজন এইদিন গভীর রাতে পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন।[৩৪]

২৫. গত ৯ জুন ভোলা সদর উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে শফিকুল ইসলাম (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী শফিকুল ইসলাম জলদস্যু। উত্তর মেঘনায় প্রভাব বিস্তার ও ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শফিকুল ইসলাম ও তাঁর প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে জলদস্যুরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এই সময় পুলিশও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালালে শফিকুল নিহত হন। তবে নিহত শফিকুলের স্ত্রী জেসমিন বেগম অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে ইলশা তদন্ত কেন্দ্রের এসআই সুজন মাঝি গত ৮ জুন রাত আনুমানিক সাড়ে আটটায় ইলশা জংশন এলাকা থেকে আটক করে নিয়ে যায় এবং পরে গুলি করে হত্যা করে।[৩৫]

গুম

২৬. মহামারীর এই চরম সংকটের মধ্যেও গুমের ঘটনা অব্যাহত ছিল। গুমের শিকার ব্যক্তিরা বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক কারণে তাঁদের গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। পরবর্তীতে গুম হওয়া ব্যক্তিকে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আটক করার পরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করার প্রবণতা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অতীতে অনেককে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই

---

[৩৩] নয়াদিগন্ত, ১৩ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/501681

[৩৪] মানবজমিন অনলাইন, ১৮ মে ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=227079

[৩৫] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661631

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা যখন আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে, তখন তুলে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা ও ভীতির সৃষ্টি হয়। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত গুমের ঘটনাগুলো অস্বীকার করলেও প্রতিটি গুমের ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রমাণও পাওয়া গেছে।[৩৬] এর আগে গুমের শিকার বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদকে ভারতের ভেতরে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং এই সময়ে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল যিনি গুম হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁকেও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

২৭. প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে।[৩৭] বাংলাদেশেও প্রতি বছর এই সপ্তাহটিতে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা গুমের শিকার ব্যক্তিদের ফিরে পাবার দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। তবে এই বছর কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে বিগত বছরগুলোর মতো প্রকাশ্যে কোন কর্মসূচি পালন করতে না পেরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তাঁদের প্রিয়জনকে ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। গুম হওয়া ব্যক্তিদের শিশু সন্তানরা তাদের গুম হওয়া বাবাকে নিয়ে ছবি এঁকে চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নেয়।[৩৮] এছাড়া *অধিকার*, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ), এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন (এএইচআরসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ) সপ্তাহটি উপলক্ষে গুমের শিকার পরিবারগুলোর প্রতি সংহতি জানিয়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে।

২৮. ***অধিকার এর* তথ্য মতে এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে ০৪ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের গুম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের সকলকেই পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।**

২৯. গত ১৮ এপ্রিল দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক ও সদর থানার সাধারণ সম্পাদক আবদুল মাজেদ ব্যবসায়িক কাজে খাজানগর এলাকায় গেলে সাদা পোশাকধারী ৮ ব্যক্তি গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য (ডিবি) পরিচয় দিয়ে তাঁকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু সদর থানা পুলিশ ও

---

[৩৬] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন (পিটিশন নং-২৮৩৩/২০১৭) দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে।
(http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[৩৭] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরান্বিত করা।

[৩৮] https://www.facebook.com/Odhikar.HumanRights/

গোয়েন্দা পুলিশ মাজেদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জানান, মাজেদ নামে কোনো ব্যক্তিকে তাঁরা আটক করেননি। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, গত ১৭ এপ্রিল ত্রাণের দাবিতে কুষ্টিয়ার বটতৈল ইউনিয়নে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে শতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষ। ওই বিক্ষোভের পিছনে যুবদল নেতা মাজেদের সমর্থন ছিল বলে মনে করে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।[৩৯] গত ২০ এপ্রিল কুষ্টিয়া সদর থানা পুলিশ আবদুল মাজেদকে একটি মামলায় কুষ্টিয়ায় আদালতে হাজির করলে মাজেদের পরিবারের সদস্যরা তাঁর গ্রেফতারের বিষয়টি জানতে পারেন।[৪০]

৩০. গুম হওয়া ফটোসাংবাদিক ও পক্ষকাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল গত ২ মে দিবাগত রাত পৌনে একটায় ভারত থেকে হেঁটে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় তাঁকে আটক করা হয় বলে দাবি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এরপর পাসপোর্ট আইনের মামলা ও ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে গত ৩ মে কাজলকে যশোরের আদালতে হাজির করা হয়।[৪১] উল্লেখ্য, গত ২ মার্চ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ করার জেরে মাগুরা-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও প্রতিবেদক আল-আমিন এবং ৩২ জন যাঁরা সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই সংবাদটি শেয়ার করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে গত ৯ মার্চ ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন।[৪২] এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন শফিকুল ইসলাম কাজল। এরপর গত ১০ মার্চ শফিকুল ইসলাম কাজল কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৩]

৩১. গত ৬ জুন বিয়ে করে নববধুকে নিয়ে ফেরার পথে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ব্রীজের কাছে মেহেদী মোরশেদ পলাশ (৩৩) নামে এক ব্যবসায়ীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেহেদী মোরশেদ পলাশের বড় বোন মীনা পারভীন *অধিকারকে* জানান, গত ৫ জুন কক্সবাজারের মোহাজেরপাড়ার তানজিয়া আক্তারের সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই পলাশের বিয়ে হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ৫ জুন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টায় তাঁরা নববধু তানজিয়া আক্তার, তাঁর ভাগ্নে সাজিদ, ভাগ্নি তাহিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ভাড়া করা মাইক্রোবাসে নিজ বাড়ি সিরাজগঞ্জের দিকে রওনা হন। ৬ জুন ভোর আনুমানিক ৩ টায় নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ব্রিজের পূর্ব ঢালে ঢাকাগামী লেনে পৌঁছার পর ৪ ব্যক্তি সাদা পোশাকে নিজেদের আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁদের মাইক্রোবাস থামায়। এই সাদা পোশাকের ব্যক্তিদের সবার হাতে তখন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। এই সময় তারা পলাশকে নামিয়ে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাজেরো গাড়িতে (ঢাকা মেট্রো ঘ ১৩-৭০৯৫) উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা তখন নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি, সোনারগাও থানা, বন্দর থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা, র‍্যাব-১০ ও ১১ এবং নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার অফিসে যোগাযোগ করেন। কিন্তু পলাশের কোন খোঁজ পাননি। এই ঘটনায় গত ১৮ জুন নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। যার নম্বর

---

[৩৯] যুগান্তর, ১৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/299546

[৪০] *অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট* কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪১] প্রথম আলো ৩ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654328/

[৪২] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০২০; Amnesty International, 21 March 2020; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/cctv-footage-shows-last-whereabouts-of-bangladeshi-journalist-shafiqul-islam-kajol

[৪৩] Amnesty International, 18 March 2020; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/bangladesh-must-reveal-whereabouts-of-disappeared-journalist-and-end-repression/

৬০৪।[৪৪] গত ২৪ জুন মেহেদী মোরশেদ পলাশকে একটি নাশকতা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ঢাকার দক্ষিণখান থানায় হস্তান্তর করে র‍্যাব-১ এর সদস্যরা।[৪৫]

৩২. গত ১৩ জুন সন্ধ্যায় যশোর সদর উপজেলা দেয়ারা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল ও তাঁর বন্ধু রিপন হোসেনকে লাউজানি বাজার থেকে সাদা পোশাকধারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় বাজারের লোকজন বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তিরা নিজেদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং গুলি করার হুমকি দেয়। পরে খবর পেয়ে ইব্রাহিম খলিলের পরিবারের সদস্যরা এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করলে তাঁরা আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেন। এই ব্যাপারে জিডি করার জন্য ইব্রাহিম খলিলের স্বজনরা ঝিকরগাছা ও মনিরামপুর থানায় গেলে পুলিশ জিডি না নিয়ে তাঁদের হয়রানি করে। অবশেষে পুলিশ জিডি নিতে রাজী হলে ইব্রাহিম খলিলের মা নূরজাহান বেগম গত ১৬ জুন ঝিকরগাছা থানায় এই ব্যাপারে একটি জিডি করেন। জিডি নং ৬০৪ তাং -১৬-০৬-২০২০।[৪৬] এরপর গত ১৮ জুন সন্ধ্যায় মনিরামপুর থানায় ইব্রাহিম খলিল ও তাঁর বন্ধু রিপন হোসেনকে অস্ত্র মামলা এবং ডাকাতির প্রস্তুতির দুটি পৃথক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।[৪৭]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন ও মর্যাদাহানিকর আচরণ

৩৩. কোভিড-১৯ এ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বহু সদস্য করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন, অবৈধভাবে আটক করে রাখা, হয়রানী, ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় ও মর্যাদাহানিকর আচরণের অভিযোগ রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের একটি অংশকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব সদস্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দেশে ব্যাপকভাবে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন এবং মর্যাদাহানিকর আচরণের ঘটনা ঘটলেও তার খুব সামন্যই জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় ভুক্তভোগীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং জোরপূর্বক আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে ঘটনা ধামাচাপা দেয়া হয়। এইসব ভয়ভীতি ও আপোষ মিমাংসার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সাথে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও যুক্ত হন বলে অভিযোগ রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক নির্যাতন বা মর্যাদাহানিকর আচরণের শিকার ব্যক্তির পরিবার মামলা দায়ের করে হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়েছেন। অপরাধ প্রমাণিত হলেও দায়মুক্তির কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ফৌজদারি বিচারের মুখামুখি না করে তাদের বদলি করা হয়েছে বা 'ক্লোজ' করা হয়েছে।

৩৪. মানবাধিকারকর্মীদের প্রচেষ্টায় ও চাপে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা

[৪৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকারকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকারকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৬] যুগান্তর, ১৮ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/317273/, অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৪৭] যুগান্তর, ২০ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/317677/

করতে পারছেন না বা মামলা হলেও অনেক ক্ষেত্রে ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

৩৫. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সংহতি জানাবার জন্য প্রতি বছর ২৬ জুন[৪৮] জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে *অধিকার*, এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টারি ডিস্এ্যাপিয়ারেন্সেস (আফাদ), এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন (এএইচআরসি), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ), রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস এবং ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এগেইনস্ট টর্চার (ওএমসিটি) নির্যাতিত ব্যক্তিদের স্মরণে এক যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। *অধিকারের* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা এইদিন (২৬ জুন) দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় জনসাধারণ, ভিকটিম ও ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে যাঁরা অত্যাচার নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণসহ সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা-সমাবেশ ও মানববন্ধন করে।

অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও ভুক্তভুগী পরিবারের সদস্যরা নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ছবিঃ অধিকার।

[৪৮] ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অন্যান্য মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নীতিগত অবস্থান বা কনভেনশন গ্রহণ করে, যা আন্তর্জাতিক আইনে একটি বিধিবদ্ধ আইনি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত । এই নীতিগত অবস্থান ১৯৮৭ সালের ২৬ জুন কার্যকরী হয় এবং একই সঙ্গে সাধারণ পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবছর ২৬ জুন তারিখটিকে নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

৩৬.গত ২৯ এপ্রিল নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালে পুলিশের হেফাজত থেকে ফিরে আসার পর মান্নান (৪০) নামে এক অটোরিক্সা (সিএনজি চালিত) চালক মারা যান। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, চলমান সাধারণ ছুটির সময় অটোরিক্সা নিয়ে সড়কে বের হওয়ায় চুরির অপবাদ দিয়ে ঘোড়াশাল পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ তাঁকে আটক করে পেটানোর কারণে তিনি মারা যান। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে নিহতের স্বজন ও স্থানীয় অটোরিক্সা চালকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।[৪৯]

৩৭.গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ার রামশীল গ্রামের কৃষক নিখিল তালুকদার পুলিশের নির্যাতনের কারণে গত ৪ জুন ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিখিল তালুকদারের স্ত্রী ইতি তালুকদার জানান, গত ২ জুন রামশীল বাজারের সেতুর কাছে বসে নিখিল বন্ধুবান্ধব নিয়ে তাস খেলছিলেন। এই সময় কোটালীপাড়া থানার এএসআই শামীম হাসান সেখানে উপস্থিত হয় এবং ভিডিও করতে থাকে। এটা দেখে অন্যরা সরে পড়লেও নিখিলকে আটক করে এএসআই শামীম মারধর করতে থাকে। এক পর্যায়ে হাঁটু দিয়ে কোমরে আঘাত করলে নিখিল গুরুতর আহত হন। তাঁকে প্রথমে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঘটনার দুদিন পর গত ৪ জুন তিনি মারা যান।[৫০] গত ৭ জুন এই ঘটনায় নিখিল তালুকদারের ছোট ভাই মন্টু তালুকদার বাদী হয়ে কোটালিপাড়া থানায় এএসআই শামীম হাসান ও পুলিশের সোর্স রেজাউলকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। গত ৮ জুন কোটালিপাড়া থানা পুলিশ শামীম হাসান ও রেজাউলকে গোপালগঞ্জ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করলে বিচারক কাঞ্চন কুমার কুন্ডু তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।[৫১] এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করে। কিন্তু ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য গত ৭ জুন কোটালিপাড়া উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান বিমল বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্থানীয় মেয়র ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বসে নিখিলের স্ত্রী ইতি তালুকদারকে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান ও তাঁকে একটি চাকরি দেয়ার আশ্বাস দেয়। এরমধ্যে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।[৫২]

নিহত নিখিল তালুকদার। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন ৭ জুন ২০২০

[৪৯] প্রথম আলো, ১ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1654141
[৫০] বাংলা ট্রিবিউন, ৭ জুন ২০২০; https://www.banglatribune.com/country/news/626983
[৫১] প্রথম আলো, ৮ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661511/
[৫২] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ জুন ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/06/08/536847

৩৮. গত ১০ জুন ঢাকার পল্লবী এলাকার নিজ বাসা থেকে জুলফিকার অমিত (৩০) নামে এক যুবককে তুলে নিয়ে অবৈধভাবে আটক করে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যদের বিরুদ্ধে । অমিত ভারত থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ব্লগ ও অনলাইনে লেখালেখি করতেন বলে জানা গেছে। অমিতের মা জুলিয়া ফাহাদ জানান, গত ১০ জুন দুপুরে পল্লবী থানা থেকে পুলিশ বাসার ভাড়াটিয়া নিবন্ধন ফরমের তথ্য যাঁচাই বাছাই করার জন্য তাঁদের বাসায় আসে এবং অমিতের সঙ্গে কথা বলে। এরপর সন্ধ্যায় বাসার দারোয়ান খবর দেয় যে বাসায় পুলিশ এসেছে এবং অমিতের সঙ্গে কথা বলতে চায়। অমিত এই সময়ে নিচে গেলে তাঁকে ধরে একটি গাড়িতে তোলা হয়। এই খবর দারোয়ান তাঁকে জানালে তিনি দৌড়ে নিচে যেয়ে দেখতে পান কালো রংয়ের একটি জিপ গাড়িতে করে অমিতকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময়েই অমিতের মোবাইলে ফোন করলে একজন অচেনা লোক ফোন ধরে বলে, অমিতকে তারা মিন্টু রোডের ডিবি অফিসে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর থেকে অমিতের ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। তাঁরা এই ব্যাপারে পল্লবী থানা ও ডিবি অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা অমিতকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেন।[৫৩] পরবর্তীতে ১১ জুন দুপুরে অমিতের মা ডিবি অফিসে গেলে তাঁর কাছে অমিতকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অমিতের মা এই বিষয়ে আর কিছু বলতে চাননি।[৫৪]

৩৯. যশোর সদর উপজেলায় পুলিশের নির্যাতনে ইমরান হোসেন নামে এক কলেজ ছাত্রের দুই কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইমরান হোসেন জানান, গত ৩ জুন বিকেলে তিনি যশোরের চৌগাছা উপজেলার সাবুয়া বাজার এলাকা থেকে ইজিবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ইজিবাইকটি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে সাজিয়ালী ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা ইজিবাইকটি থামায় এবং তাঁর পাশে বসা একটি ছেলের ব্যাগ তল্লাশি করা শুরু করে। এই সময় ইমরান হোসেন ভয় পেয়ে দৌড় দেন। পুলিশও তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ে প্রায় দুই কিলোমিটার এসে তাঁকে আটক করে। এরপর পুলিশ সদস্যরা তাকে বেদম মারপিট করলে তিনি অচেতন হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখতে পান তাকে আমবটতলা বাজারে একটি ফার্মেসিতে নেয়া হয়েছে। এই সময় পুলিশ তার পকেটে গাঁজা ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁকে আটকের কথা বলে। ইমরানের বাবা নেছার আলী বলেন, ৩ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ইমরানের মোবাইল ফোন থেকে পুলিশ তাঁকে ফোন করে আমবটতলা বাজারে একটি ফার্মেসিতে যেতে বলেন। সেখানে গেলে পুলিশ ইমরানকে ছাড়াতে ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। পরে ৬ হাজার টাকায় পুলিশ ইমরানকে ছেড়ে দেয়। ইমরানকে মারপিটের ঘটনা কাউকে বললে রিমান্ডে নিয়ে মারপিটের হুমকি দেয় পুলিশ। রাতেই ইমরান মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে ৪ জুন সকালে তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতী হলে বেসরকারি কুইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যশোর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক উবায়দুল কাদির জানিয়েছেন, ইমরান হোসেনের দুইটি কিডনির অবস্থাই খুব খারাপ। ইতিমধ্যে তাঁর কিডনি ডায়ালাইসিস শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গোলাম রব্বানী শেখকে প্রধান করে তিন সদসস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৫৫] গত ২৩ জুন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জেবিএম

[৫৩] দেশ রূপান্তর, ১১ জুন ২০২০; https://www.deshrupantor.com/capital/2020/06/11/223868
[৫৪] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য
[৫৫] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1661672/

হাসানের ভার্চুয়াল বেঞ্চ একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইমরান হোসেনের শারীরিক অবস্থা জানতে যশোরের সিভিল সার্জন ও ঘটনার তদন্তের বিষয়ে পুলিশ সুপারের কাছে ২৮ জুনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে।[৫৬] গত ২৮ জুন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ যশোর জেলার সিভিল সার্জনকে নির্যাতনের শিকার ইমরান হোসেনএর ডোপ টেস্ট করে তার প্রতিবেদন এবং একই সঙ্গে যশোরের পুলিশ সুপারকে এই ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন ৫ জুলাই দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়।[৫৭]

যশোর শহরের কুইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কলেজছাত্র ইমরান হোসেন। ছবিঃ প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০

৪০. গত ১০ জুন সকালে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার এসআই বিশ্বজিৎ এর নেতৃত্বে কনস্টেবল সেলিম ও সোহাগ পারিবারিক বিরোধের ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলায় স্বপন মিয়া নামে এক গার্মেন্টস কর্মীকে গ্রেফতার করার জন্য তাঁর বাড়িতে যায়। এই সময় পুলিশ ঘুমন্ত স্বপনকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে এনে মারধর করতে করতে রাস্তায় নিয়ে যায়। এরপর থানায় নিয়ে পুলিশ স্বপনের ওপর আবারো নির্যাতন চালালে স্বপন অচেতন হয়ে পড়েন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্বপনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বপনের ভাই হালিম জানান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিয়াজুল ইসলামের কাছে স্বপন তাঁর ওপর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর শরণখোলা থানার ওসির প্রস্তাবে তাঁরা বিষয়টি মীমাংসা করতে রাজী হয়েছেন। এই ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্যকে বাগেরহাট পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিয়াজুল ইসলাম জানান, তদন্তকালে স্বপনের সাথে পুলিশের একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এবং এতে তার কোন অভিযোগ নেই বলে জানালে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।[৫৮]

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪১. সারাদেশে ১৩ টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগারে মোট ধারণ ক্ষমতা ৪১,৩১৪ জন।[৫৯] কিন্তু ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের কারাগারগুলোতে ৭১,৬৮২ জন বন্দি ছিলেন। অতিরিক্ত বন্দি এবং পর্যাপ্ত সেনিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে বেশ কয়েকজন বন্দি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত ১০

---

[৫৬] মানবজমিন, ২৩ জুন ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=232497
[৫৭] নিউএজ ২৯ জুন ২০২০; https://www.newagebd.net/article/109760/hc-seeks-civil-surgeon-report-on-drug-test-of-torture-victim
[৫৮] নয়াদিগন্ত, ১৫ জুন ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/508439/
[৫৯] https://prison.com.bd/

মে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কারাগারে কমপক্ষে ২৩ জন কারারক্ষী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া ৬৪ জন কারারক্ষী ও ২৪৯ জন বন্দির করোনা ভাইরাসের লক্ষণ থাকায় এবং কোভিড-১৯ রোগীর সংস্পর্সে আসায় তাঁদের পৃথক করে রাখা হয়েছে। ফলে বাকি বন্দিরা এই সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন।[৬০] কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে ১০ মে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে এক বিচারাধীন বন্দি[৬১] এবং গত ২২ জুন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে মোহাম্মদ অনুকূল ইসলাম নামে এক বিচারাধীন বন্দি মারা যান।[৬২] বিভিন্ন মহলের দাবির মুখে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সরকার লঘুদণ্ডে দণ্ডিত ২,৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।[৬৩] মোট বন্দির তুলনায় এই সংখ্যা খুবই নগণ্য। বর্তমানে কারাগারগুলোতে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের ব্যাপক সঙ্কট রয়েছে। ফলে অধিকাংশ বন্দি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এদিকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জটিল রোগে আক্রান্ত ৪ শত রোগীকে চিকিৎসা ও ফলোআপ চিকিৎসার জন্য ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হলেও তাঁদের গ্রহণ করেনি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে ১৭২ শয্যার হাসপাতাল থাকলেও সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নেই। একজন ডাক্তার, একজন নার্স ও একজন ফার্মাসিস্ট দিয়ে চলছে হাসপাতালটি। নেই কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। হাসপাতালের ৩টি অক্সিজেন সিলিন্ডারের দুটি-ই নষ্ট। একটি এক্সরে মেশিন আনা হলেও তা এখনো বসানো হয়নি এবং চালানোর জন্য টেকনিশিয়ানও নেই।[৬৪]

৪২. **এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে ১৬ জন বন্দি 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।**

ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

৪৩. কোভিড-১৯ এর এই মহামারীর মধ্যেও ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের হামলায় সাধারণ নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন। আধিপত্য বিস্তার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটেছে। এই সময়ে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[৬৫] ক্ষমতাসীনদলের দুই গ্রুপের মধ্যে কোন্দলে প্রতিপক্ষের এক ব্যক্তির পা কেটে নিয়ে তা নিয়ে উল্লাস করার মতো নারকীয় ঘটনাও ঘটেছে এবং দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলার অভিযোগে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের একজন নেতাকে বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অবৈধ মালামালসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রা যখন মারাত্মক হুমকির মধ্যে তখন তাঁদের নামে বরাদ্দকৃত ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাদের বিরুদ্ধে। এমনকি ত্রাণ বিতরণকে কেন্দ্র করেও ক্ষমতাসীনদলের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এছাড়াও হত্যাকাণ্ডের জন্য সর্বোচ্চ সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাজা কার্যকর হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাধারণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে

---

[৬০] ডেইলি স্টার, ১১ মে ২০২০; https://www.thedailystar.net/coronavirus-live-update-23-prison-guards-2-inmates-test-covid-19-positive-1901596

[৬১] মানবজমিন, ১২ মে ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=226135&cat=9

[৬২] মানবজমিন,২৩ জুন ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=232560&cat=43/

[৬৩] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city/2020/05/10/528792

[৬৪] যুগান্তর,৭ মে ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/304930/

[৬৫] নয়াদিগন্ত, ২২ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497245/

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এই সময়ে আবারো সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪৪. **চলতি বছরের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ২০ জন নিহত ও ৫৪৯ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৪২ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনাগুলোতে ১১ জন নিহত ও ৪৪১ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

৪৫. গত ১২ এপ্রিল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জিল্লুর রহমান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সদস্য কাউসার মোল্লার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষ চলাকালে জিল্লুর রহমানের সমর্থক মোবারক মিয়ার (৪৫) এক পা কেটে তা নিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে আনন্দ মিছিল বের করে কাউসার মোল্লার সমর্থকরা। এরপর পুলিশ জিল্লুর রহমান ও কাউসার মোল্লাকে গ্রেফতার করে।[৬৬]

পা কেটে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে উল্লাস। দুই নেতা গ্রেফতার। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৩ এপ্রিল ২০২০

৪৬. গত ১৯ এপ্রিল পূর্ব শত্রুতার জের ধরে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলায় চাষিরহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মেহরাব হোসেন ভুট্টোর নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত কাবিলপুর উত্তরপাড়ায় হাজী সুপার মার্কেটের তিনটি দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয়। দোকানের মালিক রাহাত হোসেন তাঁর দোকানে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে। পুলিশ এই ঘটনায় মেহরাব হোসেন ভুট্টো ও মহিন উদ্দিনকে আটক করেছে।[৬৭]

৪৭. গত ২১ এপ্রিল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলার মানিকদহ ইউনিয়নের লক্ষীপুর গ্রামে আওয়ামী লীগের প্রেসেডিয়াম সদস্য কাজী জাফরউল্লাহ ও ফরিদপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের চিফ হুইপের ছোট ভাই নিক্সন চৌধুরীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে শহীদ মাতুব্বর নামে এক ব্যক্তি নিহত হন।[৬৮] এই ঘটনায় শাজাহান মাতুব্বর বাদী হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা

[৬৬] নয়াদিগন্ত, ১৩ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/495447/
[৬৭] নয়াদিগন্ত, ২২ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497245/
[৬৮] প্রথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652247/

আসলাম ফকিরসহ ৫৪ জনের বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন।[৬৯] উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ভাঙ্গার মানিকদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম সাহেদ আলী মিয়াকে হত্যার দায়ে ভাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি আসলাম ফকিরসহ অপর দুই অভিযুক্ত তারা মৃধা ও ইমারত আলীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয় ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আসামিদের আপিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বহাল থাকে। খুনের দায় স্বীকার করে ২০১৩ সালের ১৯ মে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে আবেদন করে আসলাম ফকির। ২০১৪ সালের ১৩ অক্টোবর তা নামঞ্জুর হয় এবং সেই বছরেরই ১৩ নভেম্বর তাঁর ফাঁসি কার্যকরের দিন ধার্য্য করা হয়। তবে ফাঁসি কার্যকর করার একদিন আগে কারাগারে 'অস্বাভাবিক' ও'অসুস্থ' আচরণ করার কারণে তার ফাঁসি স্থগিত করা হয়। ওইদিনই দ্বিতীয় দফায় রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করে আসলাম ফকির। দ্বিতীয় দফায় আসলাম ফকিরের প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি মঞ্জুর করেন এবং তাকে ১৪ বছরের সাজা দেয়া হয়। এরপর ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে বন্দিদের সাধারণ ক্ষমার সুযোগে তাকে মুক্ত করার জন্য তৎকালিন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আবেদন করেন। এরপর ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট গাজীপুরের হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে আসলাম ফকির মুক্তি পায়। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আসলাম ফকির এলাকায় ফিরে এসে আবার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়।[৭০]

৪৮.গত ১৬ মে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট সুবল চন্দ্র সাহার বাড়িতে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে গত ৭ জুন পুলিশ ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও তার ছোট ভাই ইমতিয়াজ হাসান রুবেলসহ ৯ জনকে আটক করে। পরে তাদের অফিস, বাসা ও রেস্ট হাউসে তল্লাশি চালিয়ে পিস্তল ও শটগানসহ ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৯০ রাউন্ড গুলি এবং ২৯ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মুদ্রা ও ইউএস ডলার উদ্ধার করে। এই সময় খাদ্য অধিদপ্তরের সিলযুক্ত ১২শ বস্তা চালসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্যও জব্দ করা হয়।[৭১]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪৯.এই তিন মাসে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেও গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা অব্যাহত ছিল। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গণপিটুনীতে অনেক মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন।

৫০.**২০২০ সালের এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১১ জন নিহত হয়েছেন** ।

৫১.গত ১৫ মে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার শোল্লা ইউনিয়নের পাড়াশুনা এলাকায় চোর সন্দেহে প্রশান্ত রায় (৪০) নামে এক দিনমজুরকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়। নিহত প্রশান্ত রায়ের বাড়ি গাইবান্ধা

[৬৯] নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497880/
[৭০] নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/497880/
[৭১] বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ৮ জুন ২০২০; https://www.banglanews24.com/politics/news/bd/792857.details

জেলার সাঘাটা উপজেলায়। এলাকাবাসীর মতে, নিহত প্রশান্ত ওই এলাকায় দিনমজুরের কাজ করতেন।[৭২]

মৃত্যুদণ্ড

৫২.বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে ২৯ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত সরকারি ছুটি থাকায় নিম্ন আদালত বন্ধ ছিল। ৩১ মে থেকে সরকারি অফিস খুললেও আদালতের কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হয়েছে। **এই সময়ে মৃত্যুদণ্ডের কোন রায় ঘোষিত না হলেও একজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।**

৫৩.ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) দেয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আবদুল মাজেদকে গত ৬ এপ্রিল ঢাকার গাবতলী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গত ৮ এপ্রিল ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ এম হেলাল চৌধুরী আবদুল মাজেদের মৃত্যুপরোয়ানা জারির আদেশ দেন। সেদিনই তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। রাষ্ট্রপতি সেই আবেদন নাকচ করে দিলে গত ১১ এপ্রিল মাজেদের ফাঁসি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যকর করা হয়।[৭৩]

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৫৪.সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় নাগরিকরা সুশাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৫৫.কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচনা করে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিক ফেসবুকে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করার কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে তাঁদের ওপর সরকারি নিপীড়ন চললেও বর্তমান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। এছাড়া এই মহামারীর মধ্যেও দেশে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকেছে। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক সিনিয়র সচিব নাছিমা বেগম এবং সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদসহ পাঁচজন সদস্যকে নিয়োগ দিলেও[৭৪] অতীতের মতো

---

[৭২] মানবজমিন, ১৬ মে ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=226851

[৭৩] প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1650240/

[৭৪] মানবজমিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=191493

এই কমিশনের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক আচরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৪ জুন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২০১৩ সালে ঢাকার মীরপুরে খাদিজা নামে এক গৃহকর্মীর ওপর সহিংসতার[৭৫] বিষয়ে কোন ভূমিকা না রাখার ব্যাপারে একটি রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে রায় প্রদান করতে যেয়ে বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনানুযায়ী দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে তার দায়িত্ব পালনে চরম অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তারা চোখ খুলে ঘুমিয়ে আছে বলেও সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মন্তব্য করেন। এয়াড়াও হাইকোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কয়েকটি নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[৭৬]

ব্যাপক দুর্নীতি এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৫৬. বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নের নামে লুটপাট, ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, বিদেশে টাকা পাচার এবং শেয়ারবাজার কারসাজির পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারীর এই দুঃসময়ে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে স্বাস্থ্য খাতে অর্থ ব্যায়ে ব্যাপক লুটপাট ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এইসব লুটপাট-দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচারের সঙ্গে জড়িত ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তাকে সরকারের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। ত্রাণ আত্মসাতের ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অনেকে জড়িত আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য বিগত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অধিকাংশ জায়গায়ই জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে কারচুপি করে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা।

৫৭. গত ২ এপ্রিল নওগাঁ জেলার রাণীনগরে কালিগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আয়াত আলীর বাড়ি থেকে ১৩৮ বস্তা ভিজিডি কর্মসূচির সরকারি চাল এবং দুই শতাধিক খালি বস্তা উদ্ধার করেছে রাণীনগর উপজেলা প্রশাসন।[৭৭] গত ২ এপ্রিল যশোরে[৭৮] এবং ২৯ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ ও দিনাজপুরে ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ ত্রাণ লুটপাট হচ্ছে কিন্তু তাঁরা ত্রাণ পাচ্ছেন না।[৭৯] গত ২৯ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ ভূঁইয়ার গুদামে অভিযান চালিয়ে ১২০০ বস্তা চাল উদ্ধার করে উপজেলা প্রশাসন।[৮০] কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠি যেমন ভিক্ষুক, ভবঘুরে, হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ, যাঁরা কোনো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির অর্ন্তভুক্ত নন, তাঁদের জন্য ওএমএস (ওপেন

---

[৭৫] ২০১৩ সালে ঢাকার মীরপুরে খাদিজা নামে এক গৃহকর্মী সহিংসতার শিকার হন। এই ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে চিলড্রেনস্ চ্যারিটি ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন এর প্রতিকার চেয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে একটি চিঠি পাঠায়। কিন্তু জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে গত পাঁচ বছরেও এই ব্যাপরে কোন পদক্ষেপ না নিলে ২০১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর চিলড্রেনস্ চ্যারিটি ফাউন্ডেশন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন।

[৭৬] THE BUSINESS STANDARD 24 June 2020; https://tbsnews.net/bangladesh/court/national-human-rights-commission-sleeping-eyes-open-high-court-97513#.XvMuoiz33YM.facebook

[৭৭] মানবজমিন, ৩ এপ্রিল ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=220308

[৭৮] প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০২০

[৭৯] নয়াগিন্ত, ৩০ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/498928/

[৮০] নয়াদিগন্ত, ১ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/499177/

মার্কেট সেল)[৮১] নামে একটি বিশেষ সুবিধা চালু করা হয়েছে। কিন্তু ওএমএস কার্ডধারীদের তালিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মোহাম্মদ শাহআলমের পরিবারের ১৩ জন সদস্যসহ ৯১ জন আত্মীয় স্বজনের নাম রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন শাহআলমের সকল আত্মীয়স্বজনই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল।[৮২]

৫৮. সিকদার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রন হক সিকদার এবং তার ভাই দিপু হক সিকদারের বিরুদ্ধে এক্সিম ব্যাংক থেকে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হায়দার আলি মিয়াসহ দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে নিপীড়ন ও গুলি করে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে গত ১৯ মে এক্সিম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গুলশান থানায় মামলা দায়ের করে। মামলা থাকা সত্ত্বেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহয়তায়[৮৩] গত ২৫ মে রন হক সিকদার এবং দিপু হক সিকদার তাদের নিজস্ব এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে ঢাকা থেকে ব্যাংককে চলে যায়। উল্লেখ্য কোভিড -১৯ মহামারীর কারণে তখন বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এএইচএম তৌহিদ উল আহসান জানান, এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কোনো উড়োজাহাজ চলাচল করে না।[৮৪] যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসসহ বিশ্বের বড় বড় শহরে সিকদার পরিবারের বিপুল সম্পদ রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে সিকদার গ্রুপ বিপুল পরিমান অর্থ অবৈধভাবে বিনিয়োগ করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিদেশে অর্থ নেয়ার কোন সুযোগ নেই। সিকদার গ্রুপ ক্ষমতসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে। সিকদার গুপের চেয়ারম্যান জয়নুল হক সিকদারের মেয়ে পারভিন হক সিকদার আওয়ামী লীগ দলীয় সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য। সিকদার গ্রুপের ব্যবসা বিকশিত হওয়া শুরু হয় ২০০৯ সালের পর থেকে। সেই সময় থেকে তাদের মালিকানাধীন ন্যাশনাল ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। আর ন্যাশনাল ব্যাংক পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর বিদেশে তাদের সম্পদ বাড়তে তাকে। নতুন নতুন একাধিক বিদুৎ প্রকল্পও তাদের দেয়া হয়।[৮৫]

৫৯. কোভিড-১৯ এর মহামারিতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক লুটপাট ও দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এর (আইসিইউ) অভাবে করোনা আক্রান্ত রোগীরা মারা যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএসডি) থেকে চিকিৎসকদের জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল ফেস মাস্ক। কিন্তু মাস্কগুলো নিম্নমানের হওয়ায় তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এই ব্যাপারে অভিযোগ করলে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদকে বদলি করা হয়েছে এবং মুগদা ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ শহিদ মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলামকে ওএসডি (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি) করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক কর্মকর্তা জানান, এই মাস্ক দুর্নীতির সঙ্গে স্বাস্থ্য

[৮১] ওএমএস কার্ডধারী প্রতিমাসে ১০ টাকা কেজি দরে ২০ কেজি চাল পাবে।

[৮২] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১১ মে ২০২০; https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/article1757438.bdnews

[৮৩] গত ২৩ মে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটিকে থাইল্যান্ডে অবতরণের অনুমতি দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে সেখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়কে একটি চিঠি দেয় থাইল্যান্ডের বাংলাদেশ দূতাবাস। ওইদিনই অবতরণের অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ঢাকায় থাই দূতাবাসে একটি চিঠি দিয়ে দুইজনকে মেডিকেল ভিসা দেয়ার অনুরোধ করা হয়। ২৪ মে তাদের ভিসা দেয়া হলে ২৫ মে তারা ঢাকা ত্যাগ করে।

[৮৪] ডিডব্লিউ ডটকম, ২৯ মে ২০২০; https://www.dw.com/bn/এমন-কাণ্ডের-পর-দুই-সিকদার-ঢাকা-ছাড়লেন-কিভাবে/a-

[৮৫] প্রথম আলো, ৯ জুন ২০২০; https://www.prothomalo.com/economy/article/1661561/

মন্ত্রণালয়সহ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের শক্তিশালী একটি মহল জড়িত। তাই যেসব চিকিৎসক এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন তাঁদের বদলি এবং ওএসডি করে শাস্তি দেয়া হয়েছে।[৮৬] গত ১৩ জুন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যনুযায়ী দেশে মোট শনাক্ত বিবেচনায় করোনায় মৃত্যুহার ১.৩৪ শতাংশ। কিন্তু চিকিৎসকদের মধ্যে এই হার প্রায় তিনগুণ। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের তথ্যমতে ২৭ জুন পর্যন্ত ৫৬ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।[৮৭] শুরু থেকেই চিকিৎসকদের সুরক্ষা নিয়ে এক ধরনের অবহেলা ও উদাসীনতা দেখা গেছে।[৮৮] চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, যেসব পিপিই ও মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলো খুবই নিম্নমানের; যা ব্যবহার করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করলে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে। এই অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা ব্যক্তিগতভাবে মাস্ক ও পিপিই সংগ্রহ করেছেন। মাস্ক সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পারিবারিক সম্পর্ক আছে বলে জানা গেছে।[৮৯] এদিকে বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণের টাকায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই, ভেন্টিলেটার, মাস্ক, গগলসসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সরঞ্জাম কেনার উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এইসব সরঞ্জাম কেনার যে খরচ ধরা হয়েছে, তা বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে দুই থেকে চার গুণ বেশি। এছাড়া চলমান মানবিক দুর্যোগের সময় যেখানে চিকিৎসা উপকরনের দিকে নজর দেয়া দরকার, সেখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেশি ঝোঁক চিকিৎসা বহির্ভূত খাতে। এরই মধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি সহায়তা' নামক দুটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্প দুটিতে খরচের ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নাই।[৯০] নিম্নমানের স্বাস্থ্য সরঞ্জামের কারণে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যাপকভাবে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ায় এবং মারা যাওয়ায় চিকিৎসক ও নার্সদের সংকট তৈরি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে ৫ হাজার ৫৪ জন নার্সকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গত ৭ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। কিন্তু নিয়োগকৃত নার্সদের কোভিড বিশেষায়িত হাসপাতালে পদায়ন না করে ঘুষের বিনিময়ে তাঁদের এমন হাসপাতালে পদায়ন করা হচ্ছে যেখানে করোনা ইউনিট নেই।[৯১]

৬০. দেশে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলমান থাকলেও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুদক কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

---

[৮৬] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/04/30/525616

[৮৭] বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ), https://bma.org.bd/covid-19/List%20of%20Death%20Doctors%20Due%20to%20COVID-19_Detail.pdf

[৮৮] কালের কণ্ঠ, ১৪ জুন ২০২০; https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/06/14/922675

[৮৯] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ জুন ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/04/18/521798

[৯০] কালের কণ্ঠ, ৪ জুন ২০২০; https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/06/04/918961

[৯১] যুগান্তর, ২০ মে ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/308872/

শ্রমিকদের অধিকার

৬১. এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা জীবন-জীবিকার ভয়াবহ সংকটসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকদের অবস্থা

৬২. কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে তৈরি পোশাক কারখানা ছাড়াও, চিনিকল, টেক্সটাইল মিল, চা-বাগান, স্পিনিং মিল, হ্যাচারি ও জুট মিলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন। শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ চলাকালে পুলিশ ও মালিকপক্ষের দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করেছে।

৬৩. সরকার করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে তৈরী পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাঁদের গ্রামের বাড়িতে চলে যান। কিন্তু এরইমধ্যে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হলেও বিজিএমইএ কারখানা খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে শ্রমিকরা সারাদেশ থেকে যানবাহন বন্ধের মধ্যেও বিকল্প পরিবহনে এমনকি পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে পৌছেন।[৯২] নারী শ্রমিকরা এই সময় ভয়াবহ দূর্ভোগ পোহান। শ্রমিকরা জানিয়েছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের মুঠোফোনে বার্তা পাঠিয়ে জানায় যে, ৫ এপ্রিল সকালের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে চাকরি থাকবে না।[৯৩] কিন্তু শ্রমিকরা কর্মস্থলে ফিরে আসার পর সরকার পুনরায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। সরকারের ছুটি ঘোষণা অনুযায়ী কারখানা বন্ধ থাকার কথা থাকলেও অনেক কারখানায় শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই সময়ে শারীরিক দুরত্ব বজায় রক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে শ্রমিকরা কোভিড-১৯ এ সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে কাজ করেছেন। ধারণা করা হয় বিপুল সংখ্যক তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ৯ জুন পর্যন্ত ১৫৩ টি কারখানায় ৩১৩ জন পোশাক শ্রমিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।[৯৪] যে সমস্ত শ্রমিক কাজে যোগ না দিয়ে বাড়ি চলে গেছেন তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে। এই সময়ে কাজে যোগ না দেয়ায় ঢাকা, আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন পোশাক কারখানার প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।[৯৫] জুন মাস থেকে তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক। তবে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে দেশে প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছেন। হিসাবের বাইরেও অনেক শ্রমিক রয়েছেন। এছাড়াও আগামী কয়েক মাসে গার্মেন্টস খাতে প্রায় ২৫ শতাংশ শ্রমিক ছাঁটাই হবে বলে

[৯২] যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/covid-19/295662/
[৯৩] যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/covid-19/295671/
[৯৪] মানবজমিন, ৯ জুন ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230406
[৯৫] প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/economy/article/1650611/

জানিয়েছে বিকেএমইএ।[৯৬] কারখানা লে অফ, শ্রমিক ছাঁটাই এবং শ্রমিকদের বেতনা পরিশোধ না করলেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি বা ঋণপত্রের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের শীর্ষে রয়েছেন তৈরি পোশাক শিল্পের অনেক মালিক। বর্তমানের এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ দেশ থেকে অর্থ পাচার ১৪ দশমিক ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশংকা করেছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-জিএফআই।[৯৭]

হেঁটে ঢাকা ফিরছেন গার্মেন্টসকর্মীরা। ছবিঃ যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০২০।

মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া ফেরিঘাটে ফেরিতে এ রকম গাদাগাদি করে কর্মস্থলে ফিরছেন হাজারো মানুষ। ছবিঃ প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল ২০২০

[৯৬] যুগান্তর, ৬ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/313043/
[৯৭] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ জুন ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/06/14/538657

করোনার ঝুঁকি মাথায় নিয়েই চালু হয়েছে পোশাক কারখানা। সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যাওয়া-আসার পথে সামাজিক দূরত্ব পালন করতে; কিন্তু ছবিটি বলছে উলটো কথা। ফতুল্লার বিসিক এলাকার পোশাক শ্রমিকদের যাতায়াতের দৃশ্য। ছবিঃ ইত্তেফাক, ২ জুন ২০২০।

৬৪. **এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় আন্দোলন চলাকালীন ০২ জন শ্রমিক পুলিশের ধাওয়ায় পালাতে যেয়ে ট্রাক চাপায় নিহত হন। এছাড়াও বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে ৮৪ জন শ্রমিক পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং ২১ জন কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত হয়েছেন।**

৬৫. কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা করলেও ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় ক্রাউন ওয়ার্স (প্রা.) লিঃ নামে একটি পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করায়। ওই সময় কাজে যোগদান না করায় গত ৫ এপ্রিল পাঁচ শতাধিক শ্রমিককে মিল কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করে। গত ৬ এপ্রিল শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে গেটের সামনে কারখানা বন্ধের নোটিশ টানানো দেখতে পায়। এই সময় শ্রমিকরা কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে মার্চ মাসের বেতন দাবী করলে মিল কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ এবং টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ২৫ জন আহত হন। পুলিশের পাশাপাশি মিল কর্তৃপক্ষের লোকজনও শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলা থেকে বাঁচতে শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওপর দিয়ে ছুটে পালাতে যেয়ে চলন্ত ট্রাকের নিচে পড়ে ক্রাউন ওয়ার্স কারখানার শ্রমিক হারুন অর রশীদ এবং স্কয়ার ফ্যাশনের শ্রমিক জুয়েল নিহত হন। এই হামলার ছবি তুলতে গেলে মিল কর্তৃপক্ষের লোকজন যুগান্তর পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম জুয়েলের মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেয়।[৯৮]

[৯৮] যুগান্তর, ৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/296287/

রাজধানীর পোস্তগোলা ব্রিজের কাছে বকেয়া বেতনের দাবীতে পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০ মে ২০২০

বকেয়া মজুরি আদায়ারে দাবিতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা মহিলা পোশাক শ্রমিকদের ওপর পুলিশ সদস্যরা লাঠিচার্জ করে। ছবি: ডেইলি স্টার, ২১ মে ২০২০

৬৬. গত ১ এপ্রিল রাজবাড়িতে 'রাজবাড়ী জুট মিলের দেড় শতাধিক শ্রমিক তাঁদের বকেয়া পরিশোধ না করে মিল বন্ধ রাখার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন।[৯৯] গত ৫ এপ্রিল বরিশালের সোনারগাঁও টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন। করোনো

[৯৯] যুগান্তর ২ এপ্রিল; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/295012/

মহামারিতে সকল মিল কারখানা বন্ধ থাকলেও সোনারগাঁও টেক্সটাইল মিলের কার্যক্রম চালু ছিল। ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা কাজ করলেও তাঁদের দুই মাসের বেতন দেয়নি কর্তৃপক্ষ।[১০০] গত ১৯ এপ্রিল মৌলভীবাজারের কুলউড়ায় কালিটি চা-বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া মজুরির দাবিতে পদযাত্রা করেন। শ্রমিকরা জানায়, কালিটি চা-বাগানটি 'জোবেদা টি কম্পোনি লিমিটেড' নামের একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেয়। এখানে প্রত্যেক শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মাত্র ১০২ টাকা। প্রতি সপ্তাহে তা পরিশোধের কথা থাকলেও তিন মাস ধরে শ্রমিকরা কোনো মজুরি পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন।[১০১] গত ২১ এপ্রিল ফরিদপুর চিনিকলের শ্রমিকরা তিন মাসের বেতন-ভাতার দাবিতে[১০২] এবং গত ২৬ এপ্রিল রংপুরের শ্যামপুরের ও গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জের চিনিকলের শ্রমিকরা চার মাসের বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করেন। শ্রমিকরা জানান বেতনের অভাবে তাঁরা পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।[১০৩]

মজুরির দাবিতে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার কালিটি চা-বাগানের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০২০

মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকলের প্রধান ফটকে আখচাষি ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবিঃ ইত্তেফাক ৭ মে ২০২০

[১০০] মাবজমিন অনলাইন ৫ এপ্রিল ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=220630
[১০১] প্রথম আলো ১৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1651865/
[১০২] প্রথম আলো ২১ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652274/
[১০৩] যুগান্তর ২৭ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/302013/

৬৭.গত ৩০ মে ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় মেডলার এ্যাপারেলস লিমিটেডের ২৫৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট শিল্পাঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আশুলিয়া প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও অনশন কর্মসূচী চলাকালীন সময়ে পুলিশ হামলা চালায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কারখানার শ্রমিক আতাউর রহমান ও মোকসেদকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে আদালত থেকে আতাউর রহমান ও মোকসেদ জামিন পান।[১০৪]

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের ঘোষণা

৬৮.অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বছরের পর বছর লোকসান হওয়ায়[১০৫] রাষ্ট্রায়ত্ত সব পাটকল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী জানিয়েছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ করে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় সেগুলো পরিচালিত করা হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, সরকার চিন্তা করছে কিভাবে ২৫ টি পাটকলের ২৪ হাজার ৮৮৬ জন স্থায়ী শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে সমস্ত টাকা বুঝিয়ে দিয়ে এই কারখানাগুলোকে আবার চালু করে পাটখাতকে এগিয়ে নেয়া যায়। আগামী সেপ্টম্বরের মধ্যে তাঁদের পাওনা পরিশোধ করা হবে বলেও জানান পাটমন্ত্রী।[১০৬] অথচ বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া জানিয়েছেন, ২০১৩ সাল থেকে এই পর্যন্ত ৮ হাজার ৯৫৪ জন পাটকল শ্রমিক অবসরে গেছেন। অর্থ সংকটের কারণে তাঁদের অবসর ভাতা পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। এদিকে বকেয়া বেতন ও ২০১৫ সালের মজুরি কমিশনের দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।[১০৭]

বকেয়া বেতনের দাবিতে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার নুরীতলা এলাকার আশা জুট মিলের শ্রমিকেরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। ছবিঃ প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০২০

[১০৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩১ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/city/2020/05/31/534497
[১০৫] মানবজমিন, ২৯ জুন ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233200&cat=2/
[১০৬] নয়াদিগন্ত, ২৯ জুন ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/511676/
[১০৭] মানবজমিন, ২৯ জুন ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=233133&cat=1/

অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সেক্টরের শ্রমিক

৬৯. কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে কর্মহীন হয়ে নির্মাণ শ্রমিকসহ অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকরা তাঁদের পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন বলে জানা গেছে। ঢাকাসহ সারাদেশে নারী-পুরুষ মিলে নির্মাণশ্রমিক রয়েছেন অন্তত ৩৫ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ঢাকা শহরে কাজ করেন প্রায় ১২ লক্ষ শ্রমিক।[১০৮] বিশেষ করে ইটভাঙ্গা পুরুষ ও নারী শ্রমিক এবং এলাকায় রাস্তা নির্মাণের জন্য আছেন অনেক নারী শ্রমিক। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কর্মহীন অবস্থায় তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে থাকলেও এই পর্যন্ত সরকারের কোন ত্রাণ সহায়তা পাননি। ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক জানান, নির্মাণ শ্রমিকদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য ঢাকার জেলা প্রশাসকের কাছে তাঁরা আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাননি।[১০৯] ২৬ মার্চ সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গণপরিবহন বন্ধ করে দিলে ৭০ লাখের বেশি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। ৩১ মে থেকে গণরিবহন চলাচল শুরু হলেও বিগত দুই মাসের ওপরে শ্রমিকরা কর্মহীন অবস্থায় পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেন। এই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন সড়ক পরিবহন শ্রমিকরা।[১১০] অথচ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ফান্ডে রয়েছে ৪১০ কোটি টাকা। এই দুর্যোগের সময় ঐ ফান্ড থেকে শ্রমিকদের সহায়তার দাবি জানিয়েছিল শ্রমিক সংগঠনগুলো। কিন্তু সরকার এই টাকা শ্রমিকদের সহায়তায় ব্যয় করেনি। ফলে পরিবহন শ্রমিকরা আপদকালীন সময়ে কোন ধরনের আর্থিক সহায়তা পাননি।[১১১]

খাদ্যসহায়তার দাবিতে কুড়িগ্রাম জেলা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের সামনে কুড়িগ্রাম-রংপুর সড়কে মানববন্ধন করেন পরিবহন শ্রমিকরা। ছবিঃ ইত্তেফাক, ৩ মে ২০২০

[১০৮] নয়াদিগন্ত, ৩০ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/498953/
[১০৯] নয়াদিগন্ত, ৩০ এপ্রিল ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/498953/
[১১০] প্রথম আলো, ১ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1655766/
[১১১] ইত্তেফাক, ১৫ মে ২০২০; https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/151771/

রাজধানীর সায়েদাবাদ এলাকায় করোনার দুঃসময়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর কাছ থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায় ত্রাণ অথবা গণপরিবহন খুলে দেয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩ মে ২০২০

৭০. **গত এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে অনানুষ্ঠিক খাতের ১৭ জন শ্রমিক কাজের সময় মারা গেছেন এবং ৪৮ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।**

অভিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের লিবিয়ায় গুলি করে হত্যা এবং মানবপাচার

৭১. সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে দাবি করলেও বর্তমানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান প্রকট আকার ধারন করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। বিরোধীদলের হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।[১১২] গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন অসংখ্য বিরোধীদলের নেতা-কর্মী। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক নেতাকর্মী দেশের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছেন।[১১৩] জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকার যুবকরা এবং রাজনৈতিক কারণে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে বিদেশে পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন হারাচ্ছেন।

৭২. লিবিয়া সরকার গত ২৮ মে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে লিবিয়ার মিজদা শহরে মানব পাচারকারী এক ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা গুলি চালিয়ে ৩০ জন অভিবাসীকে হত্যা করেছে; যাঁদের মধ্যে ২৬ জনই

[১১২] নিউএজ, ৬ জুন ২০২০; https://www.newagebd.net/article/107795/opposition-faces-wave-of-arrests-in-fictitious-cases-fakhrul

[১১৩] জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর হিসেব মতে, গত পাঁচ বছরে এক লাখ ৬০ হাজার ৭৩৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন, যা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশী। বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার, নির্যাতন ও মামলা দায়েরসহ নানা ধরনের কারণ দেখিয়েছেন তাঁরা। https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571;

বাংলাদেশী নাগরিক।[১১৪] ইউরোপে মানব পাচারের সবচেয়ে বড় রুট ভূমধ্যসাগর তীরের দেশ লিবিয়া । উন্নত জীবনের আশায় বা রাজনৈতিক কারণে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই মানব পাচারকারীর মাধ্যমে লিবিয়ায় যেয়ে থাকেন। এরপর তাঁদের পণবন্দি করে পরিবারের কাছ থেকে ৭/৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আদায় করার পর ইউরোপের কোনো দেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে নৌকা বা ট্রলারে তুলে দেয়া হয়। জানা যায়, লিবিয়ায় মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশী নাগরিকদের পণবন্দী করে নির্যাতন ও অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটে। এর আগে অনেক বাংলাদেশী নাগরিক ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকা ডুবিতে মারা গেছেন। ইউএনএইচসিআর এর তথ্যানুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এভাবে সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ১৯ হাজারেরও বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যার মধ্যে অনেক বাংলাদেশী নাগরিকও রয়েছেন।[১১৫]

৭৩.বাংলাদেশে মানব পাচারকারী চক্র অনেক বছর ধরে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে তাঁদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। মানব পাচারকারী চক্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সরকার এবং ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। এই পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সবাই স্থানীয় পর্যায়ের দালাল। গত ৬ জুন কুয়েতের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) লক্ষীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপলুকে মানব পাচার, ভিসা জালিয়াতি এবং হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে কুয়েতে আটক করেছে। কাজী শহীদ ইসলাম পাপলু আওয়ামী লীগ কুয়েত শাখার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। দীর্ঘদিন ধরে পাপলু মানবপাচার ও অর্থ পাচারে জড়িত। এই নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশ হলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।[১১৬] পাপলুর গ্রেফতারের বিষয়ে প্রথম দিকে কুয়েতে বাংলাদেশের দূতাবাস ও পরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তথ্য গোপনের চেষ্টা করে। কুয়েতি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টগুলোকে ‘ফেক নিউজ বলে কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ঢাকায় বার্তা পাঠালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.একে আব্দুল মোমেনও এগুলোকে ‘ফেক নিউজ’ বলে মন্তব্য করেন।[১১৭]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭৪.এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

ধর্ষণ

৭৫.গত তিন মাসে ২৮১ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১১০ জন নারী, ১৬৪ জন মেয়ে শিশু এবং ০৭ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১১০ জন নারীর মধ্যে ৪০ জন গণধর্ষণের শিকার

---

[১১৪] নয়াদিগন্ত, ২৯ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/middle-east/504339/
[১১৫] নয়াদিগন্ত, ২৯ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/diplomacy/504406/
[১১৬] মানবজমিন, ৮ জুন ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230069
[১১৭] মানবজমিন, ১১ জুন ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=230633&cat=2/

হয়েছেন এবং ১২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ১৬৪ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ০৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ০১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৫৫ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৬. গত ২২ মে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম ইউনিয়নে ১২ বছরের এক গৃহকর্মীকে ধর্ষণ করে বড়াইগ্রাম ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন। পরে স্থানীয় একটি মহল বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারন ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হলে পুলিশ ৪ জুন সাখাওয়াৎকে গ্রেফতার করে।[১১৮]

যৌন হয়রানি

৭৭. এপ্রিল থেকে জুন এই তিন মাসের মধ্যেও যৌন হয়রানি ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল।

৭৮. **এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে মোট ৩২ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০১ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ০৮ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং ২৩ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে যেয়ে ভিক্টিমের পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে ০৪ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়েছেন।**

৭৯. কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায় কৃষক আমান উল্লাহর মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিল বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক ও ইউপি সদস্য দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের ছোট ভাই সোহরাব হোসেন মজুমদার। গত ১৬ এপ্রিল সোহরাব আমান উল্লাহ বাড়িতে যেয়ে তাঁর মেয়েকে ডাকাডাকি করে। এই সময় আমান উল্লাহ চোর এসেছে ভেবে চিৎকার দিলে এলাকাবাসী এসে সোহরাবকে ধরে মারধর করে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে দেলোয়ারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত আমান উল্লাহর বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এই সময়ে ভয়ে আমান উল্লাহ পরিবার নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। ১৭ এপ্রিল গ্রামের লোকজনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমান উল্লাহ পরিবার নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। খবর পেয়ে দেলোয়ার তার ভাই সোহরাবসহ অন্যান্য দুবৃর্ত্তরা আমান উল্লাহকে বাড়ি থেকে ধরে এনে মারধর করে ইয়াপুরা গ্রামের এক রাস্তার ধারে ফেলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় আমান উল্লাহকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে গত ১৬ এপ্রিল তিনি মারা যান। পুলিশ এই ঘটনায় তোফাজ্জল হোসেন ও রবিউল আলম নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করলেও দেলোয়ার ও সোহরাবকে আটক করতে পারেনি।[১১৯]

৮০. গত ৩১ মে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দে দশম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সামনে থেকে দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য ও গোয়লন্দ উপজেলা যুবলীগের সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ হোসেন ও তার দুই সহযোগী জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ঐ স্কুল ছাত্রীকে আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিল। এই ঘটনায় মেয়ের বাবা গোয়ালন্দ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।[১২০]

---

[১১৮] যুগান্তর, ৫ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/312621/
[১১৯] প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০২০
[১২০] যুগান্তর, ২ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/311850/

যৌতুক সহিংসতা

৮১. যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল এই তিন মাসে। যৌতুক না পাওয়ার কারণে নারীদের পিটিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, শ্বাসরোধ করে ও কুপিয়ে হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে এই সময়ে। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তভোগীরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যৌতুকের জন্য হত্যার পেছনে স্বামীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অনেক দম্পতির ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। একদিকে স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যা করে অন্যদিকে পুলিশ স্বামীকে গ্রেফতার করে তখন এই দম্পতির সন্তানরা মা-বাবা দুইজনকে হারিয়ে অর্থনৈতিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে একেবারে ছোট শিশুদের মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

৮২. **গত তিন মাসে মোট ৩৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৯ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে, ১৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ০১ জন আত্মহত্যা করেছেন।**

৮৩. গত ২২ এপ্রিল লালমনিরহাট পৌরসভায় যৌতুক না পেয়ে লাকি বেগম নামে এক গৃহবধুকে মারধর করে তাঁর শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয় তাঁর স্বামী আবদুর রাজ্জাক। গুরুতর অবস্থায় লাকী বেগমকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে যাতায়ত সমস্যাসহ অর্থনৈতিক কারণে তাঁকে ২৫ এপ্রিল লালমনিরহাটে স্বামীর বাড়িতে নিয়ে আসা হলে গত ২৬ এপ্রিল লাকি বেগম মারা যান। এই ঘটনায় পুলিশ আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করেছে। এই দম্পতির পাঁচ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।[১২১]

৮৪. গত ১৬ মে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলায় স্মরণী কান্ত মহন্ত নামে এক গৃহবধূকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক না দেয়ায় পিটিয়ে হত্যা করে তাঁর স্বামী গৌরাঙ্গ চন্দ্র মহন্ত। এই ঘটনায় পুলিশ গৌরাঙ্গ চন্দ্র মহন্তকে গ্রেফতার করেছে। এই দম্পতির ১১ বছরের এবং ৬ বছরের দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে।[১২২]

দিনাজপুরে স্ত্রী হত্যার ঘটনায় স্বামী গৌরাঙ্গ চন্দ্র মহন্তকে পুলিশ আটক করে। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৮ মে ২০২০

[১২১] প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০২০

[১২২] নয়াদিগন্ত, ১৮ মে ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/502788/

এসিড সহিংসতা

৮৫.**চলতি বছরের এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে ০৮ জন ব্যাক্তি এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ০৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী, ০২ জন মেয়েশিশু এবং ০১ জন পুরুষ রয়েছেন।**

৮৬.গত ২৫ মে গভীর রাতে লক্ষীপুর জেলার রায়পুরায় ঘুমন্ত অবস্থায় আনোয়ারা বেগম ও তাঁর দুই মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (২৭) ও সুমি আক্তার (১৮) এর ওপর দুবৃর্ত্তরা এসিড ছুঁড়ে মারে। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১২৩]

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৮৭.বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের পাশাপাশি এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণ অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশের আভ্যন্তরে পুশইন করার চেষ্টা করা হয়।

৮৮.ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী সমঝোতা স্মারক এবং আর্ন্তজাতিক আইন লজ্ঞন করে বাংলাদেশের নাগরিকদের নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে।[১২৪] বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর বিএসএফের একের পর এক নৃশংস হামলার পরও বাংলাদেশের সরকার এই ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়নি এবং জোরালো কোন প্রতিবাদ করেনি।

৮৯.**এপ্রিল-জুন পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ০৯ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ০৮ জন গুলিতে এবং ০১ জনকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ইছামতি নদীতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। এই সময়ে ১১ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক একটি হত্যারও বিচার হয়নি।**[১২৫]

৯০.গত ২ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার চোচপাড়া সীমান্তে ১৭১ নং পিলার এলাকায় জয়নাল আবেদীন (৩৫) নামে এক যুবককে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র চাকলাগড় ক্যাম্পের সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে।[১২৬]

৯১. গত ১৯ এপ্রিল পঞ্চগড় সদর উপজেলার শিংরোড-প্রধানপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শিমোন রায় (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে এক বিএএসএফ'র সদস্য গুলি করে হত্যা করেছে। শিমোন রায়ের বাবা পরেশ চন্দ্র রায় বলেন, ছেলেসহ তাঁরা কয়েকজন তাঁদের পাটক্ষেতে সুতার নেট দিয়ে বেড়া দিচ্ছিলেন। পাট ক্ষেত থেকে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া প্রায় দেড়শ গজ দূরে। হঠাৎ করে একজন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং তাঁদের ক্ষেতের ভেতরে এসে তাঁর ছেলেকে

---

[১২৩] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ মে ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2020/05/29/533939

[১২৪] https://www.hrw.org/report/2010/12/09/trigger-happy/excessive-use-force-indian-troops-bangladesh-border

[১২৫] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭; http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[১২৬] যুগান্তর, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/295080/এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠাকুরগাঁওয়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

বকাবকি শুরু করে। একপর্যায়ে ওই বিএসএফ সদস্য তাঁর ছেলের পেটে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে দ্রুত পালিয়ে যায়।[১২৭] গুরুতর আহতবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঐদিনই শিমোন রায় মারা যান।[১২৮]

৯২. গত ২৩ এপ্রিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ সদস্যরা একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশইন করার চেষ্টা করে। এই সময় বাংলাদেশী নাগরিক ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ওপর রাবার বুলেট ছোঁড়ে। এই ঘটনায় বিজিবি সদস্য খোকন মিয়াসহ ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক আহত হন। আহতের মধ্যে একজন নারীও রয়েছেন।[১২৯]

৯৩. গত ১০ জুন যশোর জেলার শার্শা সীমান্তে শরিফুল ইসলাম (২৫) নামে এক গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে ফেরার পথে ভারতের ঝাউডাংগা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে লাশ ইছামতি নদীতে ভাসিয়ে দেয়।[১৩০]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার

৯৪. মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীরা ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী-চাষের জমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩৪টি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। কোভিড-১৯ মহামারীতে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। গত ১৪ এপ্রিল রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে ২৯ জুন পর্যন্ত মোট ৫০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত্র হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মারা গেছেন ৫ জন। করোনায় আক্রান্ত রোহিঙ্গাদের চিকিৎসার জন্য উখিয়ায় ইউএনএইচসিআর, ব্র্যাক ও রিলিফ ইন্টারন্যাশনালের উদ্যেগে ১৫০ শয্যার একটি আইসোলেশন সেন্টার ও বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।[১৩১]

৯৫. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজের আদেশ[১৩২] প্রতিপালনের সময়সীমা শেষ হওয়ার এক মাস আগে ২০২০ সালের ৮ এপ্রিল মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে জাতিসংঘের গণহত্যা সনদ মেনে চলা এবং রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সব সহিংসতার সাক্ষ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এক নির্দেশনা জারি করা হয়। প্রেসিডেন্টের আদেশে দেশটির সব-মন্ত্রী,

[১২৭] প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1651868/

[১২৮] প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1651941/ , অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চগড়ের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[১২৯] প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1652684/

[১৩০] যুগান্তর, ১০ জুন ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/314506/

[১৩১] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন

[১৩২] ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাখাইনে থাকা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে মিয়ানমারকে চারটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। নির্দেশে মিয়ানমারকে বলা হয়েছে, দেশটিতে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দিতে হবে; সেনাবাহিনী কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অন্য কোনো বাহিনী যেন রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা না চালায় তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশটিতে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ ধ্বংস করা যাবে না। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এরপর থেকে চূড়ান্ত রায় না দেয়া পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর অন্তর একটি করে প্রতিবেদন দিতে হবে।http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=209747

রাজ্য সরকারগুলো এবং স্থানীয় প্রশাসন, সামরিক এবং বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গণহত্যা সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩ এর কোন লঙ্ঘন যাতে না ঘটে, তা মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১৩৩] আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে আগামী ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে রোহিঙ্গা গণহত্যা সম্পর্কিত ডকুমেন্ট জমা দেয়ার কথা ছিল গাম্বিয়ার। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে গাম্বিয়া গত ২৪ এপ্রিল সময়ের আবেদন করলে আদালত ২৩ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৩ অক্টোবর কাগজ জমা দেয়ার দিন ধার্য করেছে। নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী মিয়ানমার তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ আগামী বছরের ২৩ জুলাই হাজির করবে।[১৩৪] আইসিসি এবং আইসিজেতে তদন্ত চলাকালে এবং মিয়ানমারের প্রেসিডেন্টের আদেশের পরেও রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা অব্যাহত আছে এবং তাঁরা দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন। এই বিষয়ে ফ্রি রোহিঙ্গা কোয়ালিশনের অন্যতম সমন্বয়ক ও গবেষক মং জার্নি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, মিয়ামারের সেনাবাহিনী এবং এনএলডি সরকারের কোন বিবৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর নীতি অব্যাহত থাকার পটভূমিতে নতুন করে রোহিঙ্গারা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।[১৩৫]

৯৬. বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যাওয়া টেকনাফের কয়েকজন জেলে জানান, গত ১৯ এপ্রিল, সেন্টমার্টিন দ্বীপের দক্ষিণে (মিয়ানমার সীমান্তে) বঙ্গোপসাগরে দুটি ট্রলারে কয়েকশ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে তাঁরা ভাসতে দেখেছেন। ট্রলার দুটির কাছে (মিয়ানমার জলসীমায়) পাহারা বসিয়েছে মিয়ানমার নৌবাহিনী, যেন ট্রলার দুটি মিয়ামারের দিকে যেতে না পারে। অন্যদিকে সেন্টমার্টিন উপকূলে বাংলাদেশের কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর টহল থাকায় রোহিঙ্গা বোঝাই ট্রলারগুলো টেকনাফের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না।[১৩৬] গত ৭ মে তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সাগরে ভাসতে থাকা দুটি ট্রলারে পাঁচ শতাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে ২৮০ জনকে উদ্ধার করে নোয়াখালীর হাতিয়ার ভাসানচরে পাঠানো হয়েছে।[১৩৭]

৯৭. গত ২৬ মে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) মিয়ামারের রাখাইন রাজ্যের নতুন কিছু স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ করেছে। এসব ছবিতে গত ১৬ মে রাখাইনের লেত কার গ্রামে তীব্র আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সংস্থাটির বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেখানে প্রায় দুইশো বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। লেত কার গ্রামে এই ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে রোহিঙ্গা নিপীড়নের চিত্রের মিল রয়েছে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।[১৩৮]

---

[১৩৩] প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649814/

[১৩৪] বাংলা ট্রিবিউন, ২৭ মে ২০২০; https://www.banglatribune.com/national/news/625472/

[১৩৫] প্রথম আলো, ৯ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1649814/

[১৩৬] প্রথম আলো ২১ এপ্রিল ২০২০

[১৩৭] প্রথম আলো ৭ মে ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1655169/

[১৩৮] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২৬ মে ২০২০; https://www.hrw.org/news/2020/05/26/myanmar-imagery-shows-200-buildings-burned

রাখাইনে বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার ছবি প্রকাশ করেছে এইচআরডব্লিউ। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ১৭ মে ২০২০

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৯৮. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত আছে। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে। কিন্তু ২০১৯ সাল পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিবন্ধনটি নবায়ন না করলে ২০১৯ সালের ১৩ মে তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করে। ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দাখিলকৃত *অধিকারের* নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হির্ভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি এবং ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। এছাড়াও মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গত ছয় বছরের বেশি সময় ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কে জনগণকে সঠিক তথ্য দিতে হবে। এই মহামারী প্রতিরোধে যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল এবং কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারন করতে হবে। অবিলম্বে প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করতে জরুরীভাবে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, রোগবিস্তার সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করতে সক্ষম: ভাইরাস ও মহামারী বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং মনসতত্ত্ববিদদের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য এই কমিটির প্রতি সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকতে হবে।

২. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ানর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও এর বিধিমালা ২০২০ এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৩. সরকারকে ধনী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার নীতি বাদ দিয়ে অবিলম্বে শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ এবং বিশেষভাবে অভাবগ্রস্ত ও কর্মহীন মানুষদের কাছে জরুরিভাবে ত্রাণ পৌঁছে দেয়ার নীতি, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের বেতন এবং ওভারটাইমের প্রাপ্য মাস শেষে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং যাঁদের সমস্যা সেই সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ চুরি বন্ধ করতে হবে।

৪. অবাধ বাজার ব্যবস্থা কেন্দ্রিক উন্নয়ন নীতির ফলে আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অবিলম্বে বাজারবাদী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাতিল করে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বৈষম্যমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বদলে একটি সার্বজনীন ও সমন্বিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে আক্রান্ত মানুষদের রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক কারণে আটককৃত ও বয়ঃবৃদ্ধ বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৫. সরকারকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামেসহ যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৭. গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। যাঁরা গুমের শিকার হয়েছেন তাঁদেরকে অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে।

৮. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সংবিধানে এবং আইসিসিপিআর এ

স্বীকৃত সভা-সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান দেখিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের সভা ও সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৯. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধে সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়নের জন্য বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া বন্ধ করে নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সংহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং ভারত বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৪. অধিকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।